স্বস্তিতে নেই দেশ

হিফজুর রহমান

১. স্বস্তি নেই দেশে

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আজিজ শেষপর্যন্ত তিনমাসের শর্তসাপেক্ষ (!) ছুটিতে গেলেন। কিন্তু, স্বস্তি কোথায়? রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা উপদেষ্টা পরিষদের সাথে আলোচনার কোন তোয়াক্কা না করেই যে দু'জন নির্বাচন কমিশনার চাপিয়ে দিলেন তাদের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক পরিচিতি ইতোমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে এবং তাদের সাথে সদ্য ক্ষমতা থেকে বিদায়ী রাজনৈতিক দল বিএনপি'র সখ্য প্রমাণিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে। দেশে এখন বড়ো অদ্ভুত পরিস্থিতি। আর এই অদ্ভুত পরিস্থিতির কারণেই কেবলই গুজবের ডালপালা গজায়। আর মাত্র দু'মাস বাকি সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করার। কিন্তু, সংশ্লিষ্ট সবার অদ্ভুত নির্লিপ্তি দেখে মনে হয় এখনো দুই যুগ বাকি আছে নির্বাচনের। এদিকে নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মাহফুজুর রহমান স্বঘোষিত ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বসে পড়েছেন। গত ২৩ নভেম্বর। রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ দেননি, সংবিধানেও তেমন কোন প্রবিধান নেই কিভাবে কেউ ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবেন? তবুও রাষ্ট্রপতি একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিলে সেটা হয়তো অনেক শোভন হতো বলে সুস্থ মানুষেরা মনে করেন।

২. এমন ক্ষমতা!

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দীনের বিরুদ্ধে দায়ের করা দু'টি রিট আবেদনের শুনানী শেষে গতকাল ৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ঠিক রুল জারির আগে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেন সেগুলো স্থগিত করে দেন। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দীন আহমেদ এর প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহনকে অবৈধ ঘোষণা এবং তিনি কোন কর্তৃত্ববলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছেন তার ব্যাখ্যা চেয়ে হাইকোর্টে ওই রিটগুলো দায়ের করা হয়েছিল। দৈনিক প্রথম আলো আজ ওই সংবাদের প্রধান শিরোনাম করেছে, "প্রধান বিচারপতির নজিরবিহিন হস্তক্ষেপ।" সাবেক প্রধান বিচারপপতি মোস্তফা কামাল বলেছেন, "আমার ২০ বছরের ওকালতি ও ২০ বছরের বিচারক জীবনে এমন ঘটনসা দেখিনি। তিনি আরো বলেন, "জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে এমন ঘটনাও শুনতে হলো যা হৃদয়বিদারক।" এই ঘটনার পর হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে তা নিয়ে কোন কথা বলতেও ঘৃনা হয়। আরো কতো কি দেখতে হবে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে, কে জানে!

৩. প্রশ্ন নৈতিকতার

এদিকে ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মাহফুজুর রহমান তার চেয়ারে থিতু হয়ে বসার আগেই তাকে নিয়ে শুরু হয়েছে আরেক বিতর্ক। সাবেক বিএনপি সরকারের আমলেই পরিচালিত "অপারেশন ক্লিনহার্ট" চলাকালে মাহফুজুর রহমানের মোহম্মদপুরের বাসভবন থেকে ২০০২ সালের ২৭ অক্টোবর প্রথমে বিএনপি কর্মী ও মাহফুজুরের শ্যালক পেনিকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর মাহফুজুর রহমামের বাসভবন থেকেই অনেকগুলো অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। সেটা নিয়ে মামলা হলেও মামলার কোন অগ্রগতি হয়নি, বরং পেনি ছাড়া পেয়ে এখনো বিএনপি'র কাজকর্ম করে যাচ্ছে বলে সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ। একজন বিচারপতির বাসভবন থেকেই যখন অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হয় (সেটা যারই হোকনা কেন) তখন সেই বিচারপতির নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে বৈকি। তাতে বিএনপি আমলে তার কোন ক্ষতিবৃদ্ধিতো হয়ইনি বরং তিনি নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ পেয়ে গেলেন। এখন আবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার তিনি। নৈতিকতার প্রশ্নবিদ্ধ এই লোকটির হাতে নির্বাচন কমিশন কতোটুকু নিরাপদ এপ্রশ্নও যদি কেউ করেন, সেটা কি খুব ভুল হবে?

৪. খালেদার ধমক, তৎপর নির্বাচন কমিশন

মাননীয় বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক'দিন আগেই ধমক দিলেন, নির্বাচনে কে এলো না এলো সেটা দেখার বিষয় নয়, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে হবে। আর তারই ধারাবাহিকতায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহফুজ ইতোমধ্যেই বলে দিয়েছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে। তার পরপরই নির্বাচন কমিশনের সচিব নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে দিলেন। মজার ব্যাপার এই বিষয়টিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাবর্গ কিছুই জানতেননা। একটা বিষয় পরিষ্কার, ভোটার তালিকায় ভুল থাকুক, দেশবাসী সবাই নির্ভুল ভোটার তালিকা দাবি করুক তাতে তার কিছুই যায় আসেনা। দেশবাসীর কথা বাদ দিন, স্বয়ং ইইউ কমিশনই মনে করে এক কোটি তিরিশ লাখ ভুয়া ভোটার তালিকার মধ্যে রেখে সুষ্ঠু ভোট করা সম্ভব নয়। গত ১৭ নভেম্বর ইইউ কমিশন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের জন্যে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। নাইবা শুনলাম বিদেশীদের কথা, কিন্তু জনতার কণ্ঠও কি আমরা শুনতে পাইনা? মুদ্রণ ও বিপণন সমিতি ভুলে ভরা ভোটার তালিকা না ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গত সপ্তাহে। তাদের সভাপতি বলেছেন, 'ভুলে ভরা ভোটার তালিকা তৈরীর দায় নির্বাচন কমিশনের, তা ছেপে সে দায়ের অংশ আমরা নিতে চাইনা।' এবার কি করবে নির্বাচন কমিশন?

৫. খালেদার হম্বিতম্বি, ইয়াজউদ্দীনের মোনালিসার হাসিঃ আবার অবরোধ

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া এখনো তার "প্রধানমন্ত্রীসুলভ" হম্বিতম্বি করে যাচ্ছেন। আর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা প্রায় অসহায়ের মতো এদিক ওদিক করছেন। এদিকে অশক্ত (!) এবং অথর্ব অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীর আহমেদ বেশ নির্বিকার সময় কাটাচ্ছেন। আবার কখনো কখনো কোন ভিজিটর এলে বেশ চমৎকার হাসিও উপহার দিচ্ছেন। অন্ততঃ সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরকারী মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাউচারকে তিনি সেরকমই হাসি উপহার দিয়েছিলেন। অনেকটা মোনালিসার মতোই হাসি তার, বড়োই দুর্জ্ঞেয়, বড়োই রহস্যপূর্ণ। তার ভাবসাব দেখে মনে হয় দেশে কোন সংকট নেই এবং এন্তার সময় হাতে আছে তার সব সমস্যার সমাধান করতে। এদিকে ১৪ দল, এলডিপি ও তাদের ঐক্যফ্রন্ট যুগপৎভাবে আগামী ২৭ নভেম্বর বঙ্গভবন ঘেরাও করেছে প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে এবং ২৮ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করেছে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবিতে। সুতরাং সব দল অবরোধ তুলে নিলেও পরিস্থিতি যে মোটেও স্বস্তিকর নয় সেটা সহজেই অনুমেয়। কারণ, ইতোমধ্যেই আগামী রোববার থেকে ইয়াজউদ্দীনের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার অবরোধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে ১৪ দল সহ তাদের সমমনা সব ক'টি দল।

৬. অথঃ নির্বাচন কমিশন প্রেম

বিএনপি বা চার দলীয় জোট একটা কথা খুব ভালো করেই জানে যে প্রাসাদোপম দূর্নীতির উদাহরণ তারা রেখে গেছে তাতে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার সিঁড়িতে আরোহন তাদের পক্ষে অসম্ভব। দুর্নীতির কথা না হয় বাদই দিলাম, দ্রব্য মূল্যর যাঁতাকলে পিষে সাধারণ মানুষকে তারা যেভাবে ছিবড়ে বানিয়েছেন তাতে কোন ভবিই যে এবার ভুলছেনা সেটা তাদের চাইতে ভালো আর কে জানে? সবরকমের গোয়েন্দা রিপোর্ট তো তাদের কাছে আছেই। তাছাড়া তাদেরই দলের একসময়ের নেতা নাজিম কামরান চৌধুরীর গবেষণা প্রতিবেদনও তাদের পক্ষে যায়না। এর পর আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো এলডিপি'র আবির্ভাব হয়েছে বিএনপি'র আরেক মারণযজ্ঞের জন্যে। বিভিন্ন সংবাদেই প্রকাশ, চট্টগ্রাম আর রাজশাহীর মতো বিএনপি বা জোটের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে এলডিপি'র অপ্রতিহত অগ্রযাত্রা বিএনপি বা জোটের চলা প্রায় থামিয়েই দিচ্ছে। সুতরাং মাঠ পর্যায়ে তাদের সেট করে যাওয়া কর্মকর্তাদের সাথে সাথে একটি বশংবদ নির্বাচন কমিশনও দরকার আরেকটি নীলনকশার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে। সুতরাং বিএনপি ও জামায়াত জোটের নির্বাচন কমিশনের প্রেমে মশগুল থাকারই তো কথা। এই জন্যেই তারা কেবলই সংবিধানের কথা টানেন নিজেদেরই রক্ষা করার জন্যে। স্বাধীন বাংলাদেশের এই সংবিধানের প্রতি মুক্তিযুদ্ধ

বিরোধী ও স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতের অতি (!) ভালোবাসা দেখে মাঝে মধ্যে মনে হয় এদেশে কি এখনো কোন মুক্তিযোদ্ধা আছে?

৭. সময় নেই উপদেষ্টাদের কথা শুনবারঃ বড় ব্যস্ত প্রধান উপদেষ্টা

উপদেষ্টাদের কথা শুনবার সময় নেই প্রধান উপদেষ্টার। কারণ বড়োই ব্যস্ত তিনি। কোন বিষয়েই দশ উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজনও বোধ করেননা তিনি। তার সর্বশেষ ফলাফল হলো গত বৃহস্পতিবার। পাঁচ উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান, লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরী, সি এম শফি সামি, সুলতানা কামাল এবং মাহবুবুল আলম সচিবালয়েই গেলেননা। তাদের সবারই নাকি একই সাথে শরীর খারাপ হয়েছিল এবং বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। আজ প্রথম আলোতেই লীড নিউজ ছিল "ক্ষুব্ধ কয়েকজন উপদেষ্টা কাল সচিবালয়ে যাননি।" যখন অত্যন্ত দ্রুততালে কাজ করবার কথা সেখানে তারা বিশ্রাম নিতে গেলেন কেন? গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব এস এম শাহজাহান এক সাক্ষাতকারে ইতোমধ্যে বলেছেন, তাদের সময়ে প্রায় প্রতিদিনই রাতে উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হতো। অথচ এখন! প্রধান উপদেষ্টা যেন পরিস্থিতির ডাক শুনতে পাচ্ছেননা বা ইচ্ছে করেই শুনছেননা। নইলে তিনি উপদেষ্টাদের কথা শুনতেন, তাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিতেন দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্যে। তবে উপদেষ্টাদের আকস্মিক বিশ্রাম যে রাষ্ট্রপতিকে খুব একটা স্বস্তি দিয়েছে তা বলা যাবেনা। গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় দেড় ঘন্টারও বেশি সময় ধরে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মইনের সাথে একটি অনির্ধারিত বৈঠকে বসেন তিনি। তারপর কি হলো কেউই কিছু বলতে পারলেননা, তবে সন্ধ্যেয়ই আবার সব উপদেষ্টা (সুস্থ ও অসুস্থ) বঙ্গভবনে গেলেন আরেকটি অনির্ধারিত বৈঠকে যোগ দিতে এবং তারা কোন কথা বললেননা মিডিয়ার সাথে। শুধু তথ্য উপদেষ্টা বললেন, কোন এজেন্ডা ছিলনা তাদের বৈঠকে। অর্থ্যাৎ, নতুন যে দু'জন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি সে বিষয়েও তিনি কোন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেননা তিনি উপদেষ্টাদের সাথে। আর জেনারেল মইনের সাথে তার অনির্ধারিত বৈঠক এখনো রহস্যই রয়ে গেল।

৮. উপদেষ্টাদের ক্ষোভ যে কোন বিপদ ডেকে আনতে পারে

বাজারে জোর গুজব উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন সদস্য যে কোন মুহূর্তে পদত্যাগ করে বসতে পারেন। কারণ, তারা কেবল সাক্ষীগোপাল হিসেবে সরকারের অংশ হয়ে থাকতে চাইছেননা। আর তাতে যে কতো বড়ো সাংবিধানিক বিপর্যয় হবে সেটা মৃত্তিকা বিজ্ঞানের অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীনের না বোঝারই কথা। উপদেষ্টাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ খ্যাতিমান হওয়া সত্ত্বেও ক'দিন আগেও মরণাপন্ন ইয়াজউদ্দীন যে কেন সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ দফতর তার হাতে রেখে দিলেন এবং উপদেষ্টাদের প্রায় অকর্মন্য করে রাখলেন সেটাই এখন একটা বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ইয়াজউদ্দীন কোন সিদ্ধান্তই একদিনে নিতে পারেননা, অন্ততঃ একটা রাতের বিরতির আশ্রয় তার দরকার হয়। এর পেছনে যদি দুষ্ট লোকেরা কোন কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন তবে সেটা কি খুব অন্যায় হবে?

৯. স্বরাষ্ট্র সচিবের তৎপরতা ও জুজুর ভয়ঃ কাজে লাগলোনা শেষপর্যন্ত!

স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রসঙ্গই যখন উঠলো তখন কিছু কথা না বলে পারা যায়না। প্রধান উপদেষ্টা ক্ষমতা গ্রহনের পর অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে কথিত জামায়াতপন্থী এই সচিবকে বদলি করে নিয়ে আসা হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। আমাদের দেশে এমনিতেই কোন সংকটকালে সেনাবাহিনী এলো এলো রব ওঠে। এইবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাগ্রহনের পর সৃষ্ট সংকটকালে এরকম গুঞ্জরণ চলছিল সর্বত্র। ঠিক তেমনই একটা সময়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ফরমান জারি করে দিলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং জেলা প্রশাসনগুলোকে বলা হয় এজন্যে সবরকম প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে। ফরমানে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু, সমস্যা হলো এর প্রক্রিয়া নিয়ে। দুপুর বেলা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ফরমান জারি হলো, অথচ সন্ধ্যের সময়ও বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত উপদেষ্টাদের কেউই জানতেননা এই প্রজ্ঞাপন সম্পর্কে।

প্রশ্ন ওঠে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টাও কি জানতেননা এই ফরমান সম্পর্কে? বিশ্বাস করতে বড়ই কষ্ট হয়। কারণ ওই ফরমান প্রত্যাহৃত হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে। যদিও সেদিনই রাতে ফরমানটির কার্যকারিতা রদ করা হয়। আরো একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে, তাহলে কি ওই সেনা জুজুর ভয় দেখিয়ে আন্দেলন দমনেরই প্রচেষ্টা ছিল ওই প্রজ্ঞাপন? শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনীকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগানোতে ব্যর্থ হয়েই কি প্রত্যাহৃত হলো সেটা? একটা কথা কিছুতেই মনে হয়না, আর সেটি হলো সেনাবাহিনী কারো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বা কারো দুর্নীতিকে আইনসম্মত করার জন্যে নিজেদের একটা পার্টি বানাবে। তারপরও তো বিচিত্র এই দেশ এবং সব সম্ভবের দেশ।

১০. অবরোধের গনজোয়ার ও খালেদার অভিসন্ধি

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাবার পর অবরোধের গনজোয়ার ও জনরোষ বিএনপি ও তার জোটের দলগুলোর ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্ততঃ বারবার তাদের রাজপথ দখলের ম্যাড়ম্যাড়ে ঘোষণা দেখে তাই মনে হয়েছে। তারা রাজপথ কেন দখল করবেন সেটাই বোঝা যাচ্ছেনা। কারণ ১৪ দল, এলডিপি বা চারদলীয় জোট বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন তো তাদের বিরুদ্ধে নয়। এরা সবাই আন্দোলন করছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সুষ্টি করার জন্যে। তাদের এই আন্দোলন যদি কারো বিরুদ্ধে যায় সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধেই যায়। সেই আন্দোলন ঠেকানোর দায় ড়িএনপি বা তার জোটের পড়লো কেন? এদিকে নানবিধ ব্যর্থতার পর বিএনপি'র সর্বশেষ চেষ্টা হচ্ছে তাদের বিরোধীদের বাইরে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। সে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হোক বা গ্রহনযোগ্যতা না পাক তাতে বিএনপি'র কিছুই যায় আসেনা। কারণ, তাদের জন্যে এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোনপ্রকারে ক্ষমতায় গিয়ে দুর্নীতির অভিযোগগুলো তেকে নিজেদের রক্ষা করা। কারণ, তাদের বিরুদ্ধে যেভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণসহ মিলছে তাতে কোন দলীয় সরকার এলে প্রাণ বাঁচানোই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং যে কোন উপায়েই হোকনা কেন তাদের ক্ষমতায় যেতেই হবে। কিন্তু, এই অভিসন্ধিও কি পার পাবে শেষ পর্যন্ত?

১১. এক দফার আন্দোলন, মহাজোট ও সাংবিধানিক সংকট

১৪ দল, এলডিপি এবং চারদলীয় জোট বিরোধী অন্য সব দল এর মধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না হলে এবার কেবল প্রধান উপদেষ্টাকেই হঠানোর এক দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন শুরু হবে। সেই সাথে তারা বিএনপি, জামায়াত জোটকে একঘরে করার জন্যে অন্যান্য দল ও জোটকে নিয়ে একটি বড় মোর্চা গঠনেরও চেষ্টা করছেন। এই মোর্চা গঠন এবং এক দফার আন্দোলন সত্যিকার অর্থে দানা বেঁধে উঠলে দেশের পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে গড়াবে কে জানে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি ক্রমশঃই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক'দিন আগে এলডিপি নেতা কর্নেল (অবঃ) অলি ব্যারিষ্টার তানিয়া আমিরের সাথে এক টেলিভিশন সাক্ষাতকারে এই বিষয়েই তার ঘোর সন্দেহের কথাই বলেছেন। এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খানও এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'সংবিধানে তিন মাসের বাইরে বাড়তি সময় নেয়ার কোন সুযোগ নেই।' তাহলে কি আমরা একটা "এক্সট্রা কন্সটিটিউশনাল" পরিবেশের দিকে এগিয়ে চলেছি? অন্ততঃ প্রধান উপদেষ্টার ধীরে চলো নীতি সেটাকেই সমর্থন করে। সেক্ষেত্রে দেশ কোন অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে শুরু করবে কে জানে?

১২. পাদটীকা

রাজনীতির বা গনতন্ত্রের যাই হোক না কেন, দেশের মানুষ বড়ো কষ্টে আছে। এক নীরব দারিদ্র কুরে কুরে খাচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষকে। সিইসি'র পদত্যাগ না করার ব্যাপারে অনমনীয়তা, প্রধান উপদেষ্টার ধীরে চলো নীতি ও মোনালিসার মতো দুর্জ্ঞেয় হাসি এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দেশটাকে স্থবির করে দিচ্ছে। বিভিন্ন গনমাধ্যমেই সাধারণ মানুষ এখন মুখ ফুটে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছেন।

কারণ, তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাচ্ছে প্রতিদিন। সবাই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চান। প্রধান উপদেষ্টা ও বশংবদ নির্বাচন কমিশনকে (!) বিএনপি ও তার জোট ছাড়া আর কেউই চাননা সেটাও সত্য। কিন্তু, সাধারণ মানুষ কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আরো কষ্টের মধ্যেও পড়তে চাননা। সবাইকেই বুঝতে হবে জনতার রোষ বড়োই রুদ্র হয়। ১৯৭১ সালে পাক শাসকরা ও হানাদার বাহিনী সেটা দেখেছে। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সেটা দেখেছে। সুতরাং জনতার রুদ্র রোষ আর কেউ দেকতে চাইলে যে সেটা মোটেও মঙ্গলজনক হবেনা। কোন হাজার কোটি টাকাও সে রোষ দমাতে পারবেনা। কারণ, সাধারণ মানুষের বিবেক কেনা যায়না।

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ২৪ *নভেম্বর ২০০৬,* Email # hifzur@dhaka.net

লেখকের পরিচিতি দেখতে উপরে তার ছবিতে টোকা দিন